

10 MINUTE  
SCHOOL

বাংলা প্রথম

নবম-দশম শ্রেণি



মানুষ মুহম্মদ

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

## লেখক-পরিচিতি

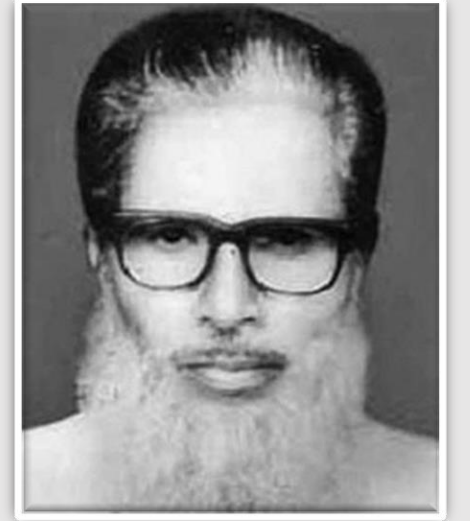
বাংলা

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ সালে (২৮শে ভাদ্র ১৩০৩ সাল) সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এখানেই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান। এরপর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক সেবক', 'সাপ্তাহিক সওগাত', 'সাপ্তাহিক খাদেম', ইংরেজি 'দি মুসলমান' ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।



## লেখক-পরিচিতি

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহামানুষ মুহসীন, মরুভাস্কর সৈয়দ আহমদ, স্মার্মানন্দিনী, ছোটদের হযরত মুহম্মদ ইত্যাদি। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছুর বিচার করতেন। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যশৈলী স্বাভাবিক রচনা সার্বলীল। স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি ১৯৩৫ সালে কলকাতা ছেড়ে বাঁশদহে ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।



## শব্দার্থ ও টীকা

HW → Chart

শব্দার্থ	নাম	ক্রম	টীকা	মুদ্রা
বীরবাহু- শক্তিধারী	বীরশ্রম	১- -		
স্থিতধী- স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন।	অজবুদ	২- -		
ধী- বুদ্ধি।				
রাসুল- আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।				
পরহিতপ্রীতি- পরের উপকারে নিয়োজিত।				
বয়ান- মুখনিঃসৃত বাণী।				
গ্রীবা- ঘাড়।				
অকুতোভয়- নির্ভয়।				
নির্যাতন- অত্যাচার, জুলুম।				

## শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
কুসুমকোমল- ফুলের মতো নরম।	
লোষ্টাঘাত- চিলের আঘাত	
বৈরি- শত্রু।	
অব্যতি- শত্রু।	
পৌত্তলিক- মূর্তিপূজক।	
তিতিয়া- ভিজো।	
সমাচ্ছন্ন- অভিভূত।	
পূর্ণোদর- ভরপেট।	

## শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
<b>বীরবাহু ওমর-</b> ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন তেজস্বী বীরযোদ্ধা।	ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোরেশ বংশোদ্ভূত তরুণ বীর ওমর মহানবিকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভগ্নীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহানবির বিশ্বাসভাজন সাহাবা।
<b>রুধুরাক্ত-</b> রক্তাক্ত, রক্তরঞ্জিত।	
<b>রাহী-</b> পথিক, মুসাফির।	
<b>পুলকদীপ্তি-</b> আনন্দের উদ্ভাস।	
<b>অনুরুদ্ধ-</b> অনুরোধ করা হয়েছে এমন।	

## শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
<b>মহামতি</b> <b>আবুবকর-</b> ইসলামের প্রথম খলিফা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম পুরুষ ব্যক্তি।	তিনি ছিলেন মহানবির <u>হিজরতকালীন</u> সঙ্গী এবং সারাজীবনের বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ।
<b>মক্কা-</b> সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান নগরী।	এখানে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ অবস্থিত। এই নগরীতে রাসুলুল্লাহ (স.) জন্মগ্রহণ করেন।
<b>মদিনা-</b> সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত নগরী।	এখানে হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর মাজার রয়েছে।
<b>হিজরত-</b> শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ।	এখানে মক্কা ত্যাগ করে <del>মদিনা</del> যাত্রা বোঝানো হয়েছে। এই সময় থেকে হিজরি সাল গণনার শুরু।

## শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
<b>তায়েফ-</b> সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ।	
<b>বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর-</b> হযরতের জীবনকালে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এ সব স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল।	
<b>হদায়বিয়া-</b> একটি যুদ্ধক্ষেত্র।	এই স্থানে বিধর্মীদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসূলুল্লাহর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।



## শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ	টীকা
<b>খালিদ-</b> হযরতের জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীরযোদ্ধা এবং সেনাপতি।	
<b>সাফা-</b> সাফা ও মারওয়া দুটি ছোট পাহাড় কাবার নিকটে অবস্থিত।	হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোট্টাছুটি করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে আজও হজব্রতীরা সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে থাকেন।
<b>আয়েশা (রা.)-</b> হযরত আবুবকরের কন্যা, রাসুলুল্লাহ (স.) -এর অন্যতম সহধর্মিণী, বিদূষী রমণী ছিলেন। হযরতের ইন্তেকালের পর তিনি বহু হাদিস উদ্ধৃত করেন।	

## পাঠ-পরিচিতি

‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত মরু ভাস্কর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবিক গুণাবলি এ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হযরত ছিলেন মানুষের নবি। তাই মানুষের পক্ষে যা আচরণীয় তিনি তারই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ও মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে থেকেই একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করে গেছেন। ক্ষমতা ও মহত্ত্ব, প্রেম ও দয়া তাঁর অজস্র চারিত্রিক গুণের মধ্যে প্রধান।

Source

## পাঠ-পরিচিতি

তাঁর সারা জীবন মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ছিল। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে তিনি তাঁর জীবন রূপায়িত করে তুলেছিলেন। তাঁর সাধনা, ত্যাগ, কল্যাণচিন্তা ছিল বিশ্বের সমগ্র মানুষের জন্য অনুকরণীয়। হযরত মুহম্মদ (স.) এর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে যে বেদনা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল তা প্রশমন করার জন্য হযরত আবুবকর (রা) মহানবি (স.)-এর জীবনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রচণ্ড শোককে শান্ত করেন। মানুষ হিসেবে হযরতের বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

প্যার

হযরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে। মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হযরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বলিলেন, যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা  
গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত  
আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী: মুহম্মদ (স.)  
একজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল  
মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন;  
তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি  
তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর  
অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁহারই  
দিকে সকলের মহাযাত্রা।

বাক্য

(খ)

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

হযরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তি সেকলেরই চৈতন্য হইল। হযরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হযরতের বাণী। আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারই ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি অমর সাক্ষ্য মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসূল।

Sense

Slave

বান্দা

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হযরত আবুবকর (রা.) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ- এই কথাই বৃদ্ধ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হযরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই।

নিঃস্বার্থে  
হাবিয়ে ফেলা

প্রতিভা

১ম

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র- মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল- আমিন- বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হযরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হযরতের পথে এক পবিত্রতরী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হযরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন।

Important

মুহাম্মদ (স.)



## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

তঁাহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হযরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নব অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তঁাহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্ত্রী। তঁাহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন, কাজল-রেখার মতো যুক্ত ভুয়ুগল, তঁাহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের চলচল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তঁাহার নীরবতা, মধুবর্ষী তঁাহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তঁাহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তঁাহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তঁাহার অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

হাজি

হালি বাক্স

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

১৩য় বর্ষ পাঠ্য পুস্তক

সত্যই হযরত বড় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্র আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোন্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

পাথর

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

৭ মুহাম্মদ

তায়েফে সত্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কী ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরধায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার

তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায়ে প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই।

৭ তুত

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

১৩ অক্টোবর

রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উপহাসিত অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়তো কাল তাহারা তাহাদের অনাগত ঋশ্বধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি উর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও। বিপদবারণ তুমি অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাহারা- তাঁহাদের পংক্তিতে আমার স্থান দাও।

Attempt

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মক্কাবাসীরা হযরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কী  
নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি।  
যখন তাঁহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল,  
কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হযরত মদিনায় চলিয়া গেলেন।  
পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হযরত আবুবকরের  
ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, ক্ষুধার্ত  
ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র শত শত ঘাতক পাঠানো হইল। বদর, ওহোদ ও  
আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাঁহাদের  
মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত  
ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের  
যুদ্ধে হযরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হযরতের মৃত্যু  
সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

হিংস্র

Important

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

ভূদায়বিয়া সন্ধিতে হযরতের শান্তি প্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হযরত যেই দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত বাণ, হযরত তাঁহাদের সহিত কী ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হযরতের বিরাট মনুষ্যত্ব।

৩৫

১৭ কল (৫)



## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

প্রতিদিন

১২ মিনিট

শুধু প্রেম-করণায় নয়, মানুষ হিসেবে আপনার তুচ্ছতাবোধ  
আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমাগৌরবকে মুহূর্তের জন্যও  
ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কাবিজয়ের পর হযরত সাফা পর্বতের  
পার্শ্বে বসিয়া সত্যাত্মবোধী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন  
সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।  
হযরত স্মিতমুখে তাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের  
কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই।  
আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার  
নিত্যকার আহায।

১২ মিনিট

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হযরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ক্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ক্রটি হইতে পারে- এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষের সম্মুখিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করিয়াছেন।

একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ। সম্ভবত সে হযরতের দুই একটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হযরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হযরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

১ অজানা

১ অবহেলা

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি  
অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হযরত বড় আদর  
করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা  
করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা  
কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ক্রুটির প্রতি  
ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা  
সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

৮৬০০০০০০

মানুষ হিসেবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হযরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমাম্বিত জীবনে ইচ্ছা-স্বীকৃত দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড় অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

কিন্তু হযরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকলের সঙ্গী সহচররূপে সেহোদর ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনিরো তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবি মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু

নিজেকে

আপান

আপনার

সিঙ্গে

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের  
মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন  
করিলেন, সেই সত্যাপ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল  
করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি  
আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অস্লান  
বদনে সহিলেন। হায়, সেই দয়ার নবি, মানুষের মঙ্গল বহিয়া  
আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রস্তু  
ললাট রুধিরাক্ত হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষ  
দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি  
আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন।

## মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও  
তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবি আজ চলিয়া গেলেন। বিবি  
আয়েশার মর্মহেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের, সমগ্র বিশ্বের।

শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু উর্ধ্ব লোকচারী মহাবীর তত্ত্বানুসন্ধান  
নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের  
একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য,  
ক্ষমা, তিতিক্ষা, সাহস, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও  
সমদর্শন চরিত্র-সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির  
পৃথিবীতে বড় সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ,  
আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়।

নামাজের বিবর্তি

৫ ৩৫ pm

পর্যন্ত

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত মুহম্মদ (স.) কাদের কাছে উপহাসিত হয়েছিলেন?

ক. ইহুদিদের

খ. খয়বরবাসীদের

গ. পৌত্তলিকদের

ঘ. ভূদায়বিয়াবাসীদের

২। 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর' -এ উক্তি হযরত মুহম্মদ (স.)- এর কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সহনশীলতা

খ. উদারতা

গ. মহানুভবতা

ঘ. বিচক্ষণতা



## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩। 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমনই এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুদ্ধ মাংসই ছিল যাহার নিত্যকার আহাৰ্য, এ বক্তব্যে হযরত মুহম্মদ (স.)- এর চরিত্রের ফুটে ওঠা দিকটি হলো-

- i. নিরহংকার
- ii. বিচক্ষণতা
- iii. সত্যনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

গ. i ও ii

খ. ii

ঘ. ii ও iii

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪। উদ্দীপকে প্রতিফলিত বিষয়টির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?

- ক. একটিমাত্র পিরান কাচিয়া শুকায় নি তাহা বলে রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা তলে।
- খ. তুমি নির্ভীক এক খোদা ছাড়া করোনিকো কারে ভয় সত্যব্রত তোমায় তাইতো সবে উদ্ধত কয়।
- গ. উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।
- ঘ. বায়তুল মাল হইতে লইয়া ঘৃত-আটা নিজ হাতে বলিলে, এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে।

## সৃজনশীল প্রশ্ন

হযরত নূহ (আ) ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এতে মাত্র চল্লিশ জন মানুষ সাড়া দেন। বাকিরা সবাই তাঁর বিরোধিতা শুরু করে নানা অত্যাচারে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এ অত্যাচারের মাত্রা সহনাতীত হলে তিনি একপর্যায়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। আল্লাহর হুকুমে তখন এমন বন্যা হয় যে, ঐ চল্লিশ জন বাদে সকল অত্যাচারী ধ্বংস হয়ে যায়।

**ক. হযরত মুহম্মদ (স.) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?**

**খ. সুমহান প্রতিশোধ বলতে কী বোঝায়?**

**গ. হযরত নূহ (আ) যদিও দিয়ে হযরত মুহম্মদ (স.) থেকে ভিন্ন তা ব্যাখ্যা কর।**

**ঘ. হযরত নূহ (আ)-এর চরিত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর একটি বিশেষ গুণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।**



10 MINUTE  
SCHOOL

নবম-দশম শ্রেণি

বাংলা প্রথম পত্র

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য



রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য → SSC Fail

কবি-পরিচিতিঃ

সুকান্ত ভট্টাচার্য ৩০ শে শ্রাবণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে কলকাতার  
কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জের  
কোটালীপাড়ায়। ~~তাঁর পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মাতা সুনীতি  
দেবী।~~

সুকান্ত বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে  
অকৃতকার্য হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বব্যাপি ধ্বংস ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা কিশোর সুকান্তকে  
দারুণ ভাবে স্পর্শ করে।



Important  
21 years  
Reading  
কবি-পরিচিতিঃ

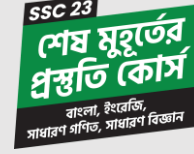
এছাড়া সামাজিক নানা অনাচার ও বৈষম্য তাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তাঁর কবিতায় এই অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধ্বনিত প্রবল প্রতিবাদ আমাদের সচকিত করে। নিপীড়িত গনমানুষের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতায়।

তার কাব্যগ্রন্থঃ ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, অভিযান, হরতাল ইত্যাদি।  
২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন



2013

## শব্দার্থ ও টীকা



**রানার**- ইংরেজি শব্দ 'runner'-এর আভিধানিক অর্থ যিনি দৌড়ান। এখানে 'ডাক হরকরা' অর্থে ব্যবহৃত।

**নতুন খবর আনার**- ডাক হরকরার ব্যাগে মানুষের সুখ-দুঃখের অনেক অজানা সংবাদ থাকে। চিঠি বিলি হলে সে সংবাদ মানুষ জানতে পারে। তাই ডাক হরকরাকে নতুন খবরের বাহক বলা হয়েছে।

~~দূরার~~- যাকে নিবারণ করা যায় না।

**হরিণের মতো যায়**- এটি একটি উপমা। হরিণ যেমন নিঃশব্দে কিন্তু অতি দ্রুত দৌড়ায়, রানারও তেমনি।

**লণ্ঠন**- হারিকেন বা তেল দিয়ে চালিত আলোর আধার।

**ভোর তো হয়েছে-আকাশ হয়েছে লাল**- এটি প্রতীক। বাচ্যার্থে রাত্রির অন্ধকার শেষ হয়ে আকাশে সূর্য উঠছে। কিন্তু প্রতীকী অর্থে কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে সুখের সোনালী আলো দেখা দিচ্ছে।



## পাঠ পরিচিতি :

কবিতাটি শ্রমজীবী মানুষ রানারদের নিয়ে লেখা। তাদের কাজ হচ্ছে গ্রাহকদের কাছে ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনের চিঠি পৌঁছে দেওয়া।

রানাররা এতটাই দায়িত্বশীল যে কোনো কিছুই তাদের কাজের বাধা হয়ে ওঠে না।  
রাত হোক, দুর্গম পথ হোক, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক- নিরন্তর তাদের এই কাজ করে যেতে হয়।

চিঠি মানেই সুখে-আনন্দে, দুঃখে শোকে ভরা সংবাদ।  
এই সংবাদের জন্যেই অপেক্ষায় থাকে প্রিয়জনরা। প্রিয়জনদের কাছে যথাসময়ে এই খবর পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

রানারদের তাই ক্লান্তি নেই, অবসর নেওয়ার অবকাশ নেই। তারা ছুটছেন তো ছুটছেনই।  
এই মহান পেশায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তারা যে মানুষ হিসেবে কতটা মহৎ, কবিতাটিতে এই ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

## রানার

### সুকান্ত ভট্টাচার্য

রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘণ্টা বাজছে রাতে  
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,  
রানার চলেছে, রানার!

রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।  
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটো রানার –  
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।  
রানার ! রানার !

জানা- অজানার  
বোঝা আজ তার কাঁধে,  
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;  
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,  
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।  
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন

আরো পথ, আরো পথ – বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ।  
অবাক রাতের তারারা, আকাশে মিট মিট করে চায়;  
কেমন করে এ রানার সবেগে হরিণের মতো যায় !

আশার বানী

কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে –  
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে; / *Deadline*

হাতে লেগে করে ঠেঠে জোনাকিরা দেয় আলো  
মাই: রানার ! এখানো রাতের কালো।

এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে  
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।  
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে  
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।

*Subtle*

অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে,  
অনুরাগে, ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায়বিনিদ্র রাত জাগে।

রানার! রানার!

এ বোঝা টানার দিনকবে শেষ হবে?

রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?

উপাখ্যান পরিবর্তন

ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয়কালো ধোঁয়া,  
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,  
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,  
দস্যুরে ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।

কত চিঠি লেখে লোকে-

কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কতদুঃখে ও শোকে।

রানার

এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,

এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তূণ,

এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরেও গ্রামে,

ইচ্ছা

এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।

দরদে তারার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,-

এ-কে যে ভোরের আকাশ পাঠাবে সহানুভূতির চিঠি-  
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা বয়ে?  
কি হবে ক্ষুধার ক্লাস্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?  
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে – আকাশ হয়েছে লাল  
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?  
রানার! গ্রামের রানার!

প্রশ্ন

Change

Advancement

সংকল্প

সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;  
শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ  
ভীকতা পিছনে ফেলে –  
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর,  
অগ্রগতির মতো,  
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি-  
নেই, দেরি নেই আর, ছুটে চলো,  
ছুটে চলো, আরো বেগে  
দুর্দম, হে রানার ॥

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। রানারের কাছে পৃথিবীটা 'কালো ধোঁয়া' মনে হয় কেন ?

- ক. মেঘাচ্ছন্ন থাকায়      খ. অভাবের তাড়নায়  
গ. সূর্য না ওঠায়      ঘ. কলকারখানার কারণে

২। দস্যুর ভয়ের চেয়েও রানার সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন ?

- ক. চাকুরি হারানো জন্য      খ. ডাক না পাওয়ার ভয়ে  
গ. বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায়      ঘ. দায়িত্ববোধে কারণে

**নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সুমন বেশ স্বচ্ছাচারী। সব কাজই দায়সারা গোছে শেষ করে। ইচ্ছামত অফিসের যাতায়াত একদিন জরুরি সভা উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা অফিসে এসে দেখেন গেট বন্ধ। ফলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়।

**৩। উদ্দীপকের সুমন ও ‘রানার’ কবিতার রানার সাদৃশ্যের দিকটি হল তারা উভয়েই –**

- i. চাকুরিজীবী
- ii. দায়িত্ব সচেতন
- iii. সেবাদানকার

**নিচের কোনটি সঠিক ?**

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

## পূর্ববর্তী বছরগুলোর এস.এস.সি পরীক্ষায় আসা কিছু জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন :

- রানার দস্যুর চেয়ে বেশি ভয় পায় কাকে?
- রানার কি কাজ নিয়েছে?
- রানার কাছে সহানুভূতির চিঠি পাঠাবে কে?
- রানারের কাজ কি?
- রানারের কাছে পৃথিবীটা কালো ধোয়া মনে হয় কেনো? বুঝিয়ে লিখ।
- "জীবনের সব রাত্রির ওরা কিনেছে অল্প দামে"।- উক্তিটির কারণ বর্ণনা কর।
- দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে। - এই চরণ দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
- রানার সূর্য ওঠাকে ভয় পায় কেন?



## সৃজনশীল প্রশ্ন

সামাদ সাহেব ব্যাংকে ক্যাশিয়ার হিসেবে ৩০ বছর যাবৎ কর্মরত আছেন। সবার আগে অফিসে আসেন এবং সবশেষে অফিস ত্যাগ করেন। একদিন ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অপরাহ্নে তিনি বাড়ি যান। পরদিন যথাসময়ে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন। তার কারণে কারো এতটুকু কষ্ট যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন।

ক. রানার ভোরে কোথায় পৌঁছে যাবে?

খ. রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে 'রানার কেন ছোটে?

গ. উদ্দীপকের সামান সাহেবের মাঝে 'রানার' কবিতার রানার চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সামাদ সাহেব রানার' চরিত্রের বিশেষ দিকে ধারণ করলেও রানার স্বতন্ত্র।" মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

## ১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রানার ভোরে কোথায় পৌঁছে যাবে?

- রানার ভোরে শহরে পৌঁছে যাবে।

খ. রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে ' রানার কেন ছোটে?

- রাত নির্জন পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে। - এ কথার মধ্য দিয়ে দায়িত্বে অবহেলা না করে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রানারের ছুটে চলাকে বোঝানো হয়েছে।



- 'রানার' কবিতায় কবি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপন, দুঃখবোধ এবং তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততার দিকটি তুলে ধরেছেন। 'রানার' মানুষের সুখ-দুঃখের অনেক অজানা সংবাদবাহক। পিঠে খবরের বোঝা, টাকার বোঝা নিয়ে রাতের অন্ধকারে লন্ঠন জ্বালিয়ে, ঝুমঝুম ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে চলে রানার। সূর্য ওঠার আগেই সে গন্তব্যে পৌঁছতে চায়। তাই নির্জন পথে দস্যুর ভয়ের চেয়ে তার বড় ভয় কখন সূর্য ওঠে।



## গ. উদ্দীপকের সামান সাহেবের মাঝে 'রানার' কবিতার রানার চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

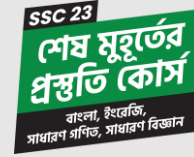
- উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের মাঝে 'রানার' কবিতার রানার চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো পেশাগত দায়িত্ববোধ।
- পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়। অথচ বহু লোক আছে যারা দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে না। এরা দেশ জাতি ও সমাজের উন্নতির অন্তরায়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রাণপাত করে। তারাই সভ্যতার নির্মাতা, অগ্রযাত্রী।
- উদ্দীপকে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার সামাদ সাহেবের দায়িত্ববোধ, সততা ও সময়নিষ্ঠার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সামাদ সাহেব ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়িতে গেলেও পরদিন অফিসে আসতে তার দেরি হয়নি। তিনি দীর্ঘ চাকরি জীবনে সবার আগে অফিসে আসেন এবং সবার পরে যান। এই বিষয়টি তার দায়িত্ববোধের সময়নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। 'রানার' কবিতায় রানার তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সচেতন। পিঠে খবরের বোঝা, টাকার বোঝা নিয়ে রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সে ছুটে চলে। পথে মগ্নুর ভয়ের চেয়েও সে সূর্য ওঠার ভয়ে বেশি ভীত। ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে সে ছুটে চলে তার দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে। ক্যাশিয়ার হয়েও ক্যাশের কোনো গরমিল করেন না উদ্দীপকের সামাদ সাহেব। এ বিষয়টি 'রানার' কবিতারনা পিঠে যে টাকার বোঝা বহন করে সে টাকা তার না ছুয়ে দেখার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপক ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই দুজন কর্তব্যনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ পেশাজীবী।

ঘ. “সামাদ সাহেব রানার' চরিত্রের বিশেষ দিকে ধারণ করলেও রানার স্বতন্ত্র।” মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করা।

- “সামাদ সাহেব রানার চরিত্রের বিশেষ দিককে ধারণ করলেও রানার স্বতন্ত্র”- মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজে নানা বৈশিষ্ট্যের এবং পেশার লোক বসবাস করে। তাদের একের আচরণের সঙ্গে অন্যের আচরণের মিল-অমিল দুটোই লক্ষ করা যায়। পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এদের মধ্যে অনেক সময় যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনযাপন, জীবনের দুঃখবোধ, কাজের ধরন ইত্যাদির মধ্যে মিল থাকে না। থাকলেও তা পুরোপুরি নয়, খণ্ডিত বা আংশিক থাকে।

- উদ্দীপকে সামাদ সাহেব ক্যাশিয়ার হিসেবে ব্যাংকে কাজ করছেন ৩০ বছর যাবৎ। কাজের প্রতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তার কারণে কারও যেন কোনো কষ্ট না হয় সে ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন। তিনি যথাসময়ে অফিসে আসেন এবং সময় শেষ হওয়ার পর অফিস ত্যাগ করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বাড়িতে গেলেও পরদিন যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত থাকেন। উদ্দীপকে ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে- এসব কথা নেই। এই কথার বাস্তব উদাহরণ হয়েছেন 'রানার' কবিতার রানার। ক্ষুধিত রানারের জীবনযন্ত্রণা পথের তৃণ যেভাবে জানে- শহর কিংবা গ্রামের লোকেরা তা জানে না। রানার কবিতার 'রানার' চরিত্রের এই ট্র্যাজেডি উদ্দীপকে নেই।
- উদ্দীপকের সামাদ সাহেবের পেশাগত দায়িত্ববোধ ও সময়নিষ্ঠা রানার চরিত্রের বিশেষ দিককে ধারণ করে। কিছু রানার চরিত্রের অন্যসব দিক তার চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। 'রানার' কবিতার রানার শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতিনিধি। সে অসাম্যের অমানবিকতার শিকার। কিন্তু উদ্দীপকের সামাদ সাহেব তা নন। সামান সাহেবের অফিসের সময়সূচি এবং 'রানার' কবিতার রানারের সময়সূচি এক নয়। রানারের জীবনের সমস্ত দুঃখ কালো রাতের খামে ঢাকা পড়ে থাকে। এসব কারণে রানার স্বতন্ত্র। কাজেই প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটির যথার্থ হয়েছে।





# ধন্যবাদ

